



রাষ্ট্রপতি গণপ্ৰজাতন্ত্ৰী বাংলাদেশ ঢাকা। ২০ পৌষ ১৪১৮ ০৩ জানুয়ারি ২০১২

বাণী

'পুলিশ সপ্তাহ ২০১২' উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ পুলিশ-এর সকল পর্যায়ের সদস্যদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

আমাদের মহান স্বাধীনতা অর্জনে বাংলাদেশ পুলিশের রয়েছে গৌরবোজ্জল অবদান। রাজারবাগ পুলিশ লাইনে স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনালগ্নে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ গড়ে তুলে বীরপুলিশ যোদ্ধারা বিজয়ের সূচনা করেছিলেন। আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে সে সব বীর পুলিশ সদস্যদের স্মরণ করছি এবং তাঁদের বিদৈহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

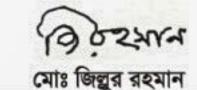
বাংলাদেশ পুলিশ অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রতীক। শতাব্দী প্রাচীন এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানটি অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। স্ময়ের পরিবর্তনে অপ্রাধের ধরণ, প্রকৃতি ও কৌশল পরিবর্তন হুয়েছে। অপরাধ দমন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাই পুলিশের প্রতিটি সদস্যকে তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসহ অপরাধীদের চিহ্নিত ও তাদের আইনের আওতায় আনতে আরও দক্ষ ও কৌশলী হতে হবৈ। 'শান্তি-শৃঙ্খলা-নিরাপত্তা-প্রগতি' এ মূলমন্ত্রকে ধারণ করে বাংলাদেশ পুলিশ জনগণকে সেবা প্রদানে আরও আন্তরিক ও তৎপর হবে বলে আমার বিশ্বাস।

অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি বাংলাদেশ পুলিশ আজ জাতিসংঘের আওতায় বিশ্বশান্তি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আন্তর্জাতিক পরিম্ভলে তাদের দক্ষতা ও পেশাদারিত্ব প্রশংসিত হচ্ছে। আমি মনে করি, প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সততা, নিষ্ঠা, পেশাদারিত্ব ও দেশপ্রেমের সমন্বয় ঘটিয়ে বাংলাদেশ পুলিশ বিশ্বমান অর্জন করতে সক্ষম হবে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার পুলিশের আধুনিকায়নে প্রয়োজনীয় সব ধরণের সহায়তা প্রদান করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। নিবিড় জনসম্পুক্ততার মাধ্যমে গণমানুষের প্রত্যাশা পূরণে পুলিশ বাহিনী আরও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠবে বলে-আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি পুলিশ সপ্তাহ-২০১২ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।







স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশ পুলিশ বার্ষিক পুলিশ সপ্তাহ-২০১২ উদ্যাপন করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ

মাহেন্দ্রক্ষণে পুলিশ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিধান, অপরাধ দমন, সন্ত্রাস মোকাবেলা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় একটি পেশাদার, দুক্ষ, জনবান্ধব এবং জবাবদিহিমূলক পুলিশ বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। জাতির জনকের কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নৈতৃত্বে আমরা পুলিশ বাহিনীকে একটি আধুনিক, সেবাধর্মী ও জনবান্ধব পুলিশ ফোর্স হিসেবে গড়ে তুলতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। বর্তমান দিনবদলের সরকার পুলিশের জন্য যে অর্থ ব্যয় করে তা 'ব্যয় নয় বরং বিনিয়োগ' হিসেবে বিবেচনা করে। বর্তমানে পুলিশ বাহিনীর ভেতর থেকেই পরিবর্তনের ইতিবাচক ধারা সূচিত হয়েছে বলে আমি মনে করি। পুলিশ ফোর্সকে সার্ভিসে পরিণত করার জন্য এ প্রজন্মের পুলিশ সদস্যরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পুলিশ বাহিনীকে অপ্রতুল সরঞ্জাম, নানা প্রতিকূলতা এবং অনেক অনিবার্য সীমাবদ্ধতার বাঁধা পেরিয়ে প্রায়শ: দায়িত্ব পালন করতে হয়। নানাবিধ সমস্যার ভেতর দিয়েই জনসাধারণের নিরাপ্তাবিধান, জঙ্গি দমন, জাতীয় ও স্থানীয় সুরকার নির্বাচন, ঈুদ, পূজা-পার্বণ ও অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠান সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদনে পুলিশের ভূমিকা স্ত্যিই প্রশংসীয়। ওধু দেশের ভেতরেই নয়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিশ্বের বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় এবং মানবিক সাহায্য প্রদানে 'ব্লুহেলমেট' পরিহিত আমাদের পুলিশ শান্তিরক্ষীদের অনন্য অবদান দেশবাসীকে গৌরবান্বিত করেছে। তাঁরা দেশের জন্য বয়ে এনেছে বিরল সমান। এজন্য আমি পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

পুলিশ সপ্তাহের নানা আয়োজনের মধ্যদিয়ে কেন্দ্রের সাথে মাঠ পর্যায়ের পুলিশ সদস্যদের চিন্তা-চেতনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের অপূর্ব সুযোগ ঘটে। পুলিশ সদস্যদের এ মিথক্রিয়ার মীধ্যমে পুলিশ ও জনগণের মধ্যে সেতৃবন্ধন রচনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ নির্ধারণ এবং পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উপায় বের করা সহজতর হয়। এ মেলবন্ধন বাংলাদেশ পুলিশকে জনবান্ধব ও সংবেদনশীল সার্ভিস হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি পুলিশ সপ্তাহ- ২০১২ এর সকল আয়োজনের সার্বিক সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধ स्वरहरू अववहरू এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন



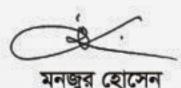


স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পুলিশ সপ্তাহ, ২০১২ উদ্যাপন উপলক্ষে নানা কাৰ্যক্ৰম নেয়া হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত একটি পেশাদার, দক্ষ ও জনবান্ধব পুলিশ গণতান্ত্রিক সমাজের দর্পণ। সরকার গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং এর ধারা অব্যাহত রাখার অপরিহার্য পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচ্য সুষ্ঠু আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও সহনীয় জননিরাপত্তা। বিগত দিনগুলোতে বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যগণ নিষ্ঠার সাথে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছে। আগামী দিনগুলোতে একইভাবে দায়িত্ব পালন করবে এ আমাদের দৃঢ় প্রতীতি। আমরা বিশ্বাস করি উন্নয়নবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতেও পুলিশ সদস্যগণ যথাযথ দায়িত পালন করবে। দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে এবং আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ পুলিশের নানামুখী সফল কর্মকাণ্ড ইতোমধ্যে সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। অপরাধী গ্রেফতার, অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার এবং সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণসহ প্রথাগত ও প্রযুক্তিনির্ভর অপরাধ নিয়ন্ত্রণের বিশেষ ক্ষেত্রগুলোতে পুলিশ ইতোমধ্যে দক্ষতা প্রমাণে সক্ষম হয়েছে। সরকার পুলিশের বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে যথেষ্ট আন্তরিক। সে বিবেচনায় পুলিশের আধুনিকায়নে বহুবিধ কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আমি আশা করি বাংলাদেশ পুলিশ সম্প্রসময়ে একটি আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর বাহিনী হিসেবে গড়ে উঠবে। সরকারের ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গঠনে প্রত্যয়ী হয়ে বাংলাদেশ পুলিশ ই-পুলিশিং কার্মকাণ্ডের সূচনা করেছে যা আগামী দিনগুলোতে পুলিশি সেবা জনগণের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ায় সহায়ক হবে বলে আমার প্রত্যাশা।

'পুলিশ সপ্তাহ' সকল পর্যায়ের পুলিশ সদস্যদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করবে বলে আমি আশাবাদী। পুলিশ সপ্তাহ সফল হউক।

আল্লাহ হাফেজ



## **Social Obligation in Crime Control**

Md. Mokhlesur Rahman, BPM

Almost two centuries ago, the founder of modern police Sir Robert Peel, when he was the Home Secretary of UK, established the Metropolitan Police Force. One his nine principles says that the effectiveness of the police to perform their duties is dependent upon the public approval and cooperation of police actions. Without the public support and participation, law and order can never be implemented successfully. He said "The police are the public and the public are the police". There is no way to segregate the police force from the society in the Peelian Principles' statements. The summery stands here; police cannot maintain the law and order situation alone. Social responsibility here is undeniable.

The expected outcome of the activities by the police force in keeping law and order in grip will be negative if the responsibility is borne by the police alone. Asides, there are certain negative factors which are not only out of their reach but also can victimize the police force at ease. Such as corruption: a national problem for many nations. The dark cloud of corruption, a biproduct of the open market economy has infected many developed and developing countries of the world. A brief look towards our neighboring countries will apprehend the fact. It is a fact that corruption is the breeding ground of crime. Aside, if the population in our country is not controlled, scarcity of usable land will be a nightmare in the near future. While large area of acquired land is mandatory in industrial and socio-economic development, cultivatable land too is inevitable for food security. With the rise of socio-economic development, increasing demand for land to erect houses, markets, entertainment, airports, ports, Garage, farm houses, playgrounds, hotel-restaurants is non ending. 80-85 percent of our female population is still living indoor restrained with household activities. The economic growth will pull these women out of their indoor lives to join the outdoor workforce will increase the demand for more space. It is uncertain whether Bangladesh could afford that stress. Malice and impatience resulting from dire competition for survival could increase crime rate or propensity to do crime. Land dispute and land robbery has increased to an alarming extent which is almost out of control of our police force due to various factors.

In general, police strives to keep control on some predictable crimes like theft, robbery, riots and murder etc. Beside these, there are many crimes that evolve from transforming social situations which police alone can never control. Such as use of drugs and its expanding market. It is impossible to control this disaster without active participation of the general public along with the police force. Drug is chewing off the body and souls of a large portion of our society; rich or poor. With the days passing, the production process or marketing of these venomous items are changing with an increase in consumption. Awareness is the main remedy for it's control. Awareness can never be developed without proper publicizing. It can only be controlled if strong surveillance is present within the family and the educational institutions. It looks like that society expects the law enforcement agencies alone to eliminate this monster which as a matter of fact keeps the dilemma as it is.

Wrong-routed kids are on an increase in the society. A part of the young generation is wild with drugs or sex drives. They usually sleep by the day and relish the night. These new quandary are being carried in by the development itself. People have to sail off beyond the country for the cause of living. He has to stay away from his family during his youthful stage of life. This painful expatriation has lead to many humanitarian crises. The police do not have any effective remedy for these problems. Crimes like domestic violence, abuse and oppression of women and deprival of female children, human trafficking, selling of human organs or abduction on the purpose of prostitution has been sustaining for long in this society. Along with the modern equipments and technologies, came the social viruses which can only be eliminated by the family

Different factors like economic development, urbanization, educational expansion, tremendous advancement in communication, average extension of human life etc have changed our life cycle a lot. Complicacy and crisis of life have boosted at the same time. People are always upset and crisis is leading a large part of the society towards crime. That is why awareness against crime and measures of prevention is being practiced around the world these days. In the developed or developing countries national crime prevention strategies are being introduced and implemented rather than depending on the Police force alone. The police departments are cooping with more people oriented attitude and social awareness. Campaign has been started to establish the schools as a platform to work against crime. So, the next generation could grow up learning to hate crime and they can prevent others from committing crime. In our country too, a portion of the students indulge themselves practicing petty crime induced by the organized crime syndicate and become real criminal with time. Thus the era of anti social and drug addicted generation is emerged. Therefore, the schools should be the centre of prevention of

The local government can take effective steps towards prevention of crime. The role of the Municipal Corporation or Upazilla/Union Parishad in our country could be very important and effective. The weak part of the population will considerably be spared of pain and sufferings if the elected leaders act against crime. But the attitude and practice of the controlling authorities of the local governments does not seem to conform to the expectations The two or three stage local government can save the weak from evil deeds of the miscreants and save them from misery and deprival by creating a safe circle for sure.

It is possible to use various social bodies or institutions for prevention of crime legally and rationally if there is a relevant national policy. Different social organizations like clubs cultural institutions, entertainment entities or service oriented bodies can establish substantia prevention against transnational organized crime or insurgency through religious hindrance or human trafficking. They can easily identify the social viruses responsible for these social bottle neck and plan and suggest or entail certain activities where police force could be engaged as per

The importance of private sector is infinite in a open market economy. This sector rules the economy with plenty of might these days. By possessing money, wealth, connection and aristocracy; this sector is appended to the bureaucratic operations of the state. This sector could be brought under certain policy or law to get involved in preventing or curbing social crime as a part of corporate social responsibility.

The Print and the Media has powerful influence on prevention of crime. The media can successfully create a public opinion on certain issues or ignite them against something. The media is capable of creating panic over a crime within the public in minutes or make them act against it in no time. The society could be free of most of the crimes by creating mass awareness among the public against it. It is been observed that police operations, if supported by the media, is widely appreciated by the public as well. On the other hand, yellow journalism helps to increase crime.

There are many NGO's all around Bangladesh. As they are involved in service oriented activities, they are always concerned about their establishment. If their network is controlled by government policy, they could be of great help in prevention of crime. A great many numbers of social crimes especially as women abuse, domestic violence, inter village arbitration and clash could be prevented by involving NGO's thus reducing the expenses of court along with emphasizing education, health concern, cottage industry and social ethical values.

The English rulers established a constabulary police system in the commonwealth countries. The English Kingship set up a sword (militaristic) culture followed by suppression and restraint for their own interest from Canada to Australia whereas they kept their own country out of it. The system established a bureaucratic control over the public rather than establishing the watchdog over the police force by the public. So the police became a tool for abusing the public by the authority rather than a public servant to be controlled by the public. This type of police system never brings the police public on a participatory platform thus demising the law and order situation. With the development of mankind, everywhere like Ireland or South Africa, USA or Australia, the radical reform has been taken place in the policing system. They introduced people friendly, more women responsive participatory policing approach where public supervision has also been ensured. Police operations, temporary or permanent, should take place on the basis of situation, problem and the need of the community in question. That is why local social structure based crime prevention strategies are considered thriving around the world.

The system of public police partnership in human society is referred to Community Police in short. Though there are other police partnership systems as well. In the early eighties of the last century people like Herman Goldstein, Robert Trojanowicz, Bonnic Bucqueroux etc brought the idea of community policing to resolve crime situations in the United States. In this system priorities had been given on solving the issues like social discipline, settlement of arbitrations local problems and miscellaneous service with community involvement other than general police works alone. The Community Policing comprises of the elements already been discussed. Within this community, the six factors, the police themselves, general public, the elected members of the community, business society plus institutions like NGO, civil society, religious or service based entities and lastly the media can improve law and order situation to a great extant by planning, sharing ideas and launching services within themselves. It is not only effective in American society; the whole world is enjoying the benefits of the system.

The guards that are usually deployed in marketplaces of our country are actually not community policing. Community policing is a vast idea and it is rooted deep into the veins of a society. The dictum of this community policing system is voluntary participation of willing citizens in the process of elimination of social crime and demises. Here, police needs to be public friendly and diverse. Turning a colonized police system into a public friendly entity is not easy. It is hard to revolutionize the police culture that had been contaminated for the last hundred years. A complete new policing system befitting of independent nation is required to turn police proactive and community oriented. Political or state endorsed policy direction can only pave the way of expected pace of change.

Prevention and controlling of crime cannot be accomplished by the police alone. The crime scientists believe that the society has to come forward with zeal in this anti crime movement too In a country with lot of difficulties like us the community policing have a plenty of scope to work with in the crime prevention activities. A system like this, points towards service and care rather than force and suppressing. To move towards police service from police force we need to establish police system accountable directly to the public. To accomplish that goal the total department needs complete radical reform. The police are psychologically prepared to accept that change. We just need some sincere political navigation.

Writer: Additional IGP, CID and National Project Director, Police Reform Programme.







প্রধানমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০ পৌষ ১৪১৮ ০৩ জানুয়ারি ২০১২

অঙ্গসজ্জায় : বিহিন্দ্ৰ ক্লিকি ক্লি

বাণী

পুলিশ সপ্তাহ ২০১২ উপলক্ষে পুলিশের বর্তমান ও প্রাক্তন সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও

পুলিশ বাহিনীর বীর সদস্যগণ যাঁরা দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

একটি দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার গুরু দায়িত্ব পালন করতে হয় পুলিশ বাহিনীকে। মূলতঃ সরকারের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে পুলিশ বাহিনীর সফলতার ওপর।

তাই দায়িত্ব পালনে আপনাদেরকে হতে হবে নিরপেক্ষতার মূর্ত প্রতীক। সেবা প্রত্যাশীদের সর্বোত্তম আইনগত সহায়তা দিয়ে জনগণের আস্থা অজনে আপনাদেরকে হতে হবে নিষ্ঠাবান সেবক।

'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন' এ মূলমন্ত্রকে ধারণ করে জননিরাপত্তা বিধানে আপনাদেরকে আরও দক্ষ ও আন্তরিক হয়ে জনগণের আস্থা অর্জনে নিবেদিত হতে হবে।

আমি পুলিশ সপ্তাহ ২০১২ এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।





প্রতিমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পুলিশ সপ্তাহ, ২০১২ উদ্যাপনের শুভলগ্নে আমি বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর পুলিশ সদস্যদের প্রতি জানাচ্ছি আমার সশ্রদ্ধ সালাম। দেশের জননিরাপত্তা বিধান এবং বহির্বিশ্বে শান্তিরক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকাকালে আত্মদানকারী পুলিশ সদস্যদের প্রতিও গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

পরিবর্তনশীল বিশ্বে প্রতিনিয়ত পাল্টাচ্ছে অপরাধের মাত্রা ও ধরণ। প্রথাগত অপরাধের পাশাপাশি বিস্তার ঘটছে প্রযুক্তি নির্ভর অপরাধ। এসব অপরাধ মোকাবেলার পারঙ্গমতা অর্জনে পুলিশ বাহিনীর পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বাড়ানো অপরিহার্য। আমি জানি, অনেক বাধার দেয়াল পেরিয়ে আপনাদের দায়িত্ব পালন করতে হয়। তা সত্ত্বেও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় আপনাদের নির্ভীক ভূমিকা প্রশংসনীয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তিরক্ষাসহ পুলিশি কার্যক্রমে আপনাদের পেশাদারিত্ব, দক্ষতা ও মানবিক মূল্যবোধ বাংলাদেশকে গৌরবান্বিত করেছে। আগামী দিনগুলোতেও আপনারা তা অব্যাহত রাখবেন বলে আশা করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত মহাজোট সরকার দেশের সুষ্ঠ আইন-শৃঙ্খলা বুজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নৈ সরকার আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ পেশাদার, দক্ষ এবং জনমুখী একটি পুলিশ বাহিনী গঠনে কাজ করে যাচ্ছে

আমি পুলিশ সপ্তাহ, ২০১২ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধ বাংলাদেশ চিরজীবী হোক





ইন্সপেক্টর জেনারেল বাংলাদেশ পুলিশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা

পুলিশ সপ্তাহ, ২০১২ উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ পুলিশের সকল সদস্যের পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও ভভেচ্ছা। এ বিশেষ মুহূর্তে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি বাংলাদেশ পুলিশের অকুতোভয় সকল সদস্যকে যারা স্বাধীনতাযুদ্ধে দেশুমাতৃকার জন্য অকাতরে আত্মোৎসর্গ করেছেন এবং স্বাধীন বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে একনিষ্ঠ দেশসেবায় নিয়োজিত থেকে আত্মদান করেছেন। পুলিশ সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক ও বর্তমান সকল সদস্যকেও জানাচ্ছি আন্তরিক ওভৈচ্ছা ও অভিনন্দন

কিছু সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বিগত বছরটি ছিল বাংলাদেশ পুলিশের জন্য অনবদ্য অর্জনের বছর সুবঁপ্রথম গতবছরই স্বাধীনতা অর্জনে এবং স্বাধীন বাংলাদেশ বিনির্মাণে পুলিশ বাহিনীর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ পুলিশকে স্বাধীনতা পদকে ভূষিত করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদেরকে গৌরবান্বিত ও অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তাছাড়া এ সময়ে দেশে-বিদেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, জননিরাপত্তা বিধান বিশেষ করে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানসমূহের নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ উদযাপুনে বাংলাদেশ পুলিশের ভূমিকা সকল মহলে প্রশংসিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও পুলিশের নিকট জনসাধারণের দিগন্তবিস্তৃত প্রত্যাশার অধিকতর পূর্ণতা প্রদানের লক্ষ্যে বিগতু দিনের কর্মকাণ্ড, সুযোগ ও সীমাবুদ্ধতা পর্যালোচনা এবং আতাবিশ্লেষ্ণের মাধ্যমে পুলিশ বাহিনীকে আরো গতিশীল, যুগোপযোগী ও জনসংবেদনশীল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নীতি ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের উদ্দেশ্যে এ পুলিশ সপ্তাহের আয়োজন। পুলিশ সপ্তাহ উদযাপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশের প্রতিটি সদস্য নব প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে স্বীয় কর্তব্যে একনিষ্ঠ

আত্মনিয়োগের মাধ্যমে পুলিশ বাহিনীকৈ জনগণের প্রকৃত বুদ্ধু ও সেবকরূপে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পাবেন। আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজে উনুয়নের পূর্বশৃর্ত অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণ, জননিরাপত্তা বিধান, মানবাধিকার সুরক্ষা ইত্যাদি অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িতুগুলো মূলত পুলিশের উপরই ন্যস্ত। বিশ্বায়নের এ জটিল সুময়ে এ সকলু মহানু দায়িত পালনের জন্য পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণকে অপরাধের বহুমাত্রিকৃতা ও অপরাধ নিয়ন্ত্রণের আধুনিক কৌশল সম্পূর্কে সচেতুন এবং তথ্যপ্রযুক্তির জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে শতভাগ পেশাদারিত বুজায় রেখে কর্মসম্পাদন করতে হবে। পুলিশ বাহিনীর দক্ষতা ও পৈশাদারিত বৃদ্ধিতে বর্তমান সরকারের গৃহীত বিভিন্ন প্রশংসনীয় উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে আশা করি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, স্বাধীনতা যুদ্ধে অর্জিত গৌরব ও দেশপ্রেমের চেতনা ধারণ করে শান্তিপ্রিয় ও দেশপ্রেমিক নাগরিকর্গণের সর্বাত্মক সহযোগিতায় ঐক্যবদ্ধভাবে কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশ আগামী দিনগুলোতে গণমানুষের প্রত্যাশার দিগন্তকে অবারিত রাখতে সক্ষম হবে।

পুলিশ সপ্তাহ, ২০১২ সর্বতোভাবে সফল হোক - এ কামনা করছি।

হাসান মাহমুদ খন্দকার বিপিএম, পিপিএম, এনডিসি

## সফল হোক পুলিশ সপ্তাহ ২০১২





BUNNER





